





EKANANDA C

East Udayrajpur, Madhyamgram, North 24 Parganas, Kolkata – 700129, West Bengal Contact: 033-2538 7392 / E-mail: vivekanandacolg@gmail.com

(NAAC Accredited 'A' Grade Institution)

A Govt. Aided & ISO 9001:2015 certified Institution **Affiliated to West Bengal State University**

College Magazine 2021-2022

OLLEGE-O-SCOPE

Follow our College on Social Networks for Latest updates

For Twitter Scan This QR

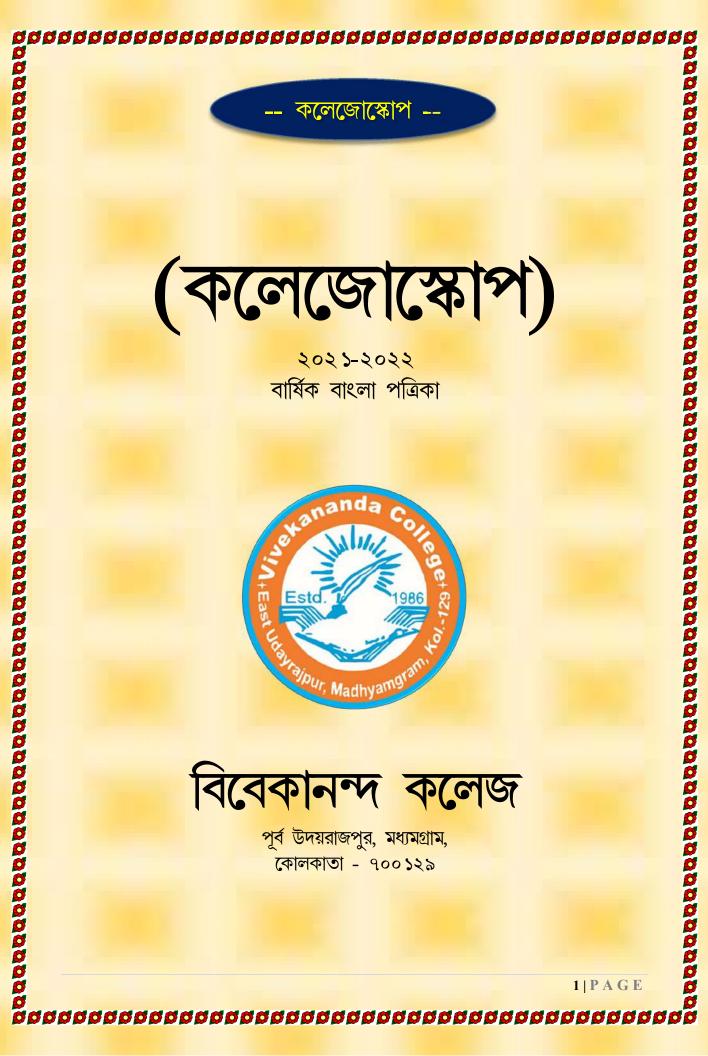
For Facebook Scan This QR





Website: https://www.vivekanandacollegemmg.edu.in/

Published by: VIVEKANANDA COLLEGE



কলেজোমোপ ---

বিবেকানন্দ কলেজের সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা পঞ্চম সংখ্যা 2025-2022

পত্রিকা কমিটি

ঃ শ্রী নিমাই চন্দ্র ঘোষ, সভাপতি, কলেজ পরিচালন সমিতি আহায়ক ঃ ড. চন্দন কুমার চক্রবর্তী, অধ্যক্ষ সম্পাদিকা ঃ অধ্যাপিকা ঝর্ণা বিশাস

সহযোগী সম্পাদক ঃ প্রচ্ছদ ঃ অধ্যাপিকা ড. রিমি রায় অলংকরণ ঃ অধ্যাপক ড. সিদ্ধার্থ চ্যাটাজী প্রকাশক ঃ বিবেকানন্দ কলেজ, পূর্ব উদয়রাজপুর, মধ্যমগ্রাম, কলকাতা-৭০০১২৯ অক্ষর বিন্যাস ও মুদ্রণে ঃ শুভঙ্কর তালুকদার ও প্রভাস চক্রবর্ত্তী

> भपभावन्य ह শ্রী মিহির পাল, সদস্য, কলেজ পরিচালন সমিতি শ্রী অনিমেষ গোলদার, অধ্যাপক বাংলা বিভাগ অধ্যাপক ড. হারাধণ দাস অধ্যাপিকা ড. ইয়াসমিন সাইমা অধ্যাপক সত্যব্রত দিন্দা অধ্যাপিকা ড. বর্ণালী মিত্র সিনহা শ্ৰী প্ৰীতম ঘোষ

কলেজোমোপ ---

সভাপতির কলম

কলেজ পত্রিকা 'কলেজোস্কোপ' প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আনন্দিত হলাম। কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের ভাবের প্রকাশে চিরকালই কলেজ পত্রিকার ভূমিকা অনন্য সুস্থমন্তিন্দের বিকাশে কলেজ পত্রিকা ছাত্রছাত্রীদের কাছে আগ্রহের বিষয়। যে কলম ধরতে জানে তরবারিও তার কাছে হারমানে। যুগে যুগে পত্রিকাকে কেন্দ্র করেই বিখ্যত সাহিত্যিকদের হাতেখড়ি <mark>হয়েছে।</mark> আশা করছি, <mark>আমাদে</mark>র এই কলেজ পত্রিকা সেই ঐতিহ্য রক্ষা করবে। ছাত্রছাত্রীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করছি।

> শ্ৰী নিমাই চন্দ্ৰ ঘোষ সভাপতি বিবেকানন্দ কলেজ পরিচালন সমিতি

বিবেকানন্দ কলেন্তের পক্ষ থেকে ছাত্র-সংসদ, অধ্যাপিক-অধ্যাপিকা, শিক্ষাকর্মীবৃদ্দ এবং কলেন্তের পরিচলন সমিতির উদ্যোগে 'কলেন্তান্তোপ' পত্রিকার পঞ্চম সংখ্যা - ২০২১-২০২২ অবশ্যের প্রকাশিত হতে চলেন্তে। বিজিম প্রতিক্রল অবস্থানের জন্য আমরা ২০১৬ সালের পর থেকে কোনো পত্রিকা প্রকাশিত হত চলেন্তে। বিজিম প্রতিক্রল অবস্থানের জন্য আমরা ২০১৬ সালের পর থেকে কোনো পত্রিকা প্রকাশিত হতথার জন্য আমরা আর্ত্তরিকভাবে দুর্শিত। ২০২১-২০২২ সালে 'কলেন্তান্তোকা' পত্রিকাটি প্রকাশিত হতথার জন্য আমরা আর্ত্তরিকভাবে দুর্শিত। ২০২১-২০২২ সালে 'কলেন্তান্তোকা' পরিকাটি প্রকাশিত হতথার জন্য আমরা আর্ত্তরিকভাবে দুর্শিত। ইত্য-২০২২ সালে 'কলেন্তান্তোকা' পরিকাটি প্রকাশিত হতথার জন্য আমরা আর্ত্তরিকভাবে দুর্শিত। ইত্য-২০২২ সালে 'কলেন্তান্তোকা' পরিকাটিক ভারতার লেখা প্রকাশিক বলোক পরিচালন সমিতিক আরার কেউ সমাজকে উন্নত ও গতিশীল করার জন্য লেখার মাধ্যমে বেশ কিছু মুলাবান উপদেশ দান করেছেন। এই পত্রিকাটিক বিলে ছাত্রছাত্রীদের ভেতর লেখা জন্ম দেবার যে উন্যাপন লাক্ষ করেছি, তাতে আমি অভিত্যুত হল্লেভা অধ্যাল হিয়াবে আমি অংগীকার করাছি যে, আগামী বহন হল ধেকে নির্মাহত 'কলেন্তোন্তোপা' পরিকাশ যাতে নির্দিষ্ট সময়ে প্রকাশিত হল্ল, তার প্রকাশ করাব বলে আশা রাখি।
পরিশেনে, আমাদের প্রকাশিত পত্রিকায় কিছু ভুলভান্তি থাকতে পারে, তার জন্ম নিক্ত ধন্দ করেলেন আমাদের ক্ষমা করে দেবন। আশাকরি, আগামী দিন ভুলভান্তিগুলো দুর করে আমদের 'কলেন্তোন্তোপা' পত্রিকাটি আরোভ সমৃদ্ধ প্রতিবেদনাটি এখানেই শেষ করাই।

• চন্দনন কুমার চক্রকর্তী, অধ্যক্ষ বিরেকানন্দ কলেন্তে, মধ্যমন্তায়, কোলকাতা। - ৭০০১২১ বিবেনানন্দ কলেজের পক্ষ থেকে ছাত্র-সংসদ, অখ্যাপক-অখ্যাপিকা, শিক্ষাকর্মীবৃন্দ এবং কলেজের পক্ষ থেকে ছাত্র-সংসদ, অখ্যাপক-অখ্যাপিকা, শিক্ষাকর্মীবৃন্দ এবং কলেজের পরিচলন সমিতির উদ্যোগে 'কলেজাস্কোপ' পত্রিকার পক্ষম সংখ্যা - ২০২১-২০২২ অবশেষে প্রকাশিত হওে চলেছে। বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থানের জন্য আমরা ২০১৬ সালের পর থেকে কোনো পত্রিকার প্রকাশ করতে পারিরিন, তার জন্য আমরা আর্থিরবারে দুর্গিত। ২০২১-২০২২ সালের পত্রিকালে পি পত্রিকাটিতে ছাত্রছারী, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, শিক্ষাকর্মীবৃন্দ এবং পরিচালন সমিতির মাননীয় সদস্যারা তাঁদের মূলবান লেখা প্রকাশ করেছেন। কেউ পান্স, শিক্ষাকর্মীবৃন্দ এবং পরিচালন সমিতির মাননীয় সদস্যারা তাঁদের মূলবান লেখা প্রকাশ করেছেন। কেউ পান্স, কেউ কবিতা, আবার কেউ সমাজকে উরত ও গতিশীল করার জন্য লেখার মাধ্যমে বেশ কিছু মূল্যবান উপদেশ দান করেছেন। এই পত্রিকাকে ঘিরে ছাত্রছারীদের তেতর লেখা জমা দেবার যে উন্যাদনা লক্ষ্য করেছে নির্যামত এই পত্রিকাকে থিরে ছাত্রছারীদের তেতর লেখা জমা দেবার যে উন্যাদনা লক্ষ্য করেছে নির্যামত এই পত্রকাশ পত্রিকা যাতে নির্দিষ্ট সময়ে প্রকাশিত হয়, তার প্রতি যুবানা হব। সামাজিক শান্তি এবং সমাজেপ পত্রিকা যাতে নির্দিষ্ট সময়ে প্রকাশিত হয়, তার প্রতি যুবানা হব। সামাজিক শান্তি এবং সমাজেপ তিরাকা আগামী দিনে ছাত্রছাত্রীরা তাদের লেখার মধ্য দিয়ে এই পত্রিকায় প্রকাশ করে বলে আশা রাখি।

পরিশেষে, আমানের প্রকাশিত পত্রিকায় কিছু ভূলভান্তি থাকতে পারে, তার জন্য নির্ক জন্য সম্কের অধ্যক্ষ হিসাবে আমারে ক্ষুদ্র প্রতিবেদনটি এখানেই শেষ করছি।

নমক্ষারান্তে —

ড চন্দন কুমার চক্রবর্তী, অধ্যক্ষ বিরেকানন্দ কলেজে, মধ্যমত্রাম, কোলকাতা – ৭০০ ১২৯

কলেজেক্ষাপ ---

শুভেচ্ছা বার্তা

<u>দীর্ঘ প্রতীক্ষার</u> পর <mark>কলেজ পত্রিকা প্রকাশিত হওয়ার পথে। নানা</mark> কারণে পত্রিকা প্রকাশে বিলম্ব ঘটলা এজন্য আন্তরিক <mark>ভাবে দুঃখ প্রকাশ</mark> করতেই হবে। অনেক গুলি কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ জমা পড়েছিল। সব লেখা পত্রিকায় ঠাঁই পেলনা। যাদের লেখা প্রকাশিত হল না তারা নিরুৎসাহ না হয়ে লেখার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাও। মনের <mark>ভাবকে লিখে প্রকাশ কর।</mark> কে বলতে পারে হয়তো আ<mark>গামী দিনে তুমিই</mark> সাহিত্য <mark>জগতে বড় জা</mark>য়গা করে নেবে৷ যে লেখাগুলো প্রকাশিত হল তার সবগু<mark>লিই যে সাহিত্</mark>যগুণাশ্বিত <u>এরকম নয়।</u> কিছু লেখা নি<mark>তান্তই কাঁচা</mark> হাতের স<mark>রল প্রচেষ্টা। ত</mark>বু এরই <mark>মধ্যে নিহিত আ</mark>ছে বৃহত্তরের সম্ভাবনা।

পত্রিকার <mark>সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেক</mark>কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

শিক্ষক সংসদ

বিবেকানন্দ কলেজ, মধ্যমগ্রাম

5 | PAGE

GOVERNING BODY

PRESIDENT
Sri Nimai Chandra Ghosh
SECRETARY & PRINCIPAL
Dr. Chandan Kumar Chakraborry

MEMBERS
Sri Miliir Paul
Government Nominee

Sri Manas Kumar Ghosh
Government Nominee

University Nominee

Abul Kalam Azad
University Nominee

(Facant)
WB STATE COUNCIL NOMINEE

Dr. Rimi Roy
Teacher's Representative

Mr. Satyabrata Dinda
Teacher's Representative

Sri Pritum Ghosh
NTS Representative

(Vacant)
Students Representative

Students Representative

(Vacant)
Students Representative

		יאם לעם יעם יעם יעם יעם יעם יעם יעם יעם יעם י	999	
— ক্ত	নজো	্কাপ		
	সূচিপ	ত্র		
মনের <mark>অন্তরালে</mark>	-		-	8
রংবাহার	-		-	8
			-	9
				10 12
		-		13
				14
				. '
		প্রিয়া সিংহ		15
	_		_	16
	_		_	17
				18
				20
	-	<u>~</u>	_	21
	-		_	22
		শ্রাবস্তা সরকার		23
	-	Dr. Siddhartha Chatterjee	-	24
र्शिया	-	অরিত্র কুমার বসু	_	28
আধুনিক কবি "নমিতা চৌধুরী"	-	<mark>ড: টুনু রানি বেরা</mark>	_	30
Females with Disability:				22
		Dr. Farhana Khatoon		32
		বার্ণা বিশ্বাস		34
				36
				38
		MARMA CAIMMA		30
			7	PAGE

	মনের অন্তরালে রংবাহার দিনের শেষে মোদের বাংলা রাত কারা সুখ "শুধু তুমি থেকে যেও প্রিয়" কাউকে ভালোবাসলে তাকে বলে দেওয়া উচিত! After a long time when I want to write something চিনে নতে মন জীবন সাথী কখনো ভুল করে না। অভিমান সহযাত্রী মাতৃভাষা ইংলিশ এ শহর কেমন শহর কলেজ জীবন মানবাধিকারের ভিত্তি ঠাম্মি আধুনিক কবি "নমিতা চৌধুরী" Females with Disability: A StepTowards Recognition and Inclusion শান্তিনিকেতন এবং রবীন্দ্র সারিধ্যে ড.সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন ও সত্যজিৎ রায় সত্যজিৎ রায়ের 'ঘরে-বাইরে' কিছু কথা চন্ডাল	মনের অন্তরালে - রংবাহার - দিনের শেষে - মাদের বাংলা - রাত কারা সুখ - "শুধু তুমি থেকে যেও প্রিয়" কাউকে ভালোবাসলে তাকে বলে দেওয়া উচিত! - After a long time when I want to write something - চিনে নতে মন জীবন সাথী কখনো ভুল করে না। - অভিমান - সহযাত্রী মাতৃভাষা - ইংলিশ - এ শহর কেমন শহর কলেজ জীবন মানবাধিকারের ভিত্তি - ঠাম্মি - আধুনিক কবি "নমিতা চৌধুরী" - Females with Disability: A StepTowards Recognition and Inclusion শান্তিনিকেতন এবং রবীন্দ্র সান্নিধ্যে ড সর্বপন্ধী রাধাকৃষ্ণন ও সত্যজিৎ রায় - সত্যজিৎ রায়ের 'ঘরে-বাইরে' কিছু কথা - চন্ডাল	মনের অন্তরালে - মিল্লিকা মন্ডল রংবাহার - মিল্লিকা মন্ডল রংবাহার - মিল্লিকা মন্ডল মিলের শেষে - মিল্লিকা মন্ডল মোদের বাংলা - সুমন সরকার রাত কারা সুখ - সুমন সরকার বাত কারা সুখ - সুমন সরকার বাত কারা সুখ - শুমন সরকার বাত কারা সুখ - শুলা সিংহ কাউকে ভালোবাসলে তাকে বলে দেওয়া উচিত! - প্রিয়া সিংহ কিরা সিংহ কিরা মানতা মান জীবন সাথী কখনো ভুল করে না। - প্রিয়া সিংহ অভিমান - প্রিয়া সিংহ অভিমান - প্রার কুমার বসু পূজা চন্দ - শুজা চন্দ - শুলা ভান্দ - শুলা ভান্দ - শুলা ভান্দ - শুলা ভান্দ - শুলা করের মানবাধিকারের ভিত্তি - সের কেমন শহর কলেজ জীবন - শ্রাবন্তী সরকার মানবাধিকারের ভিত্তি - সের কুমার বসু ভ: টুনু রানি বেরা দিলার করিব "নমিতা চৌধুরী" - ভ: টুনু রানি বেরা দিলার করিব শনমিতা চৌধুরী" - তার কুমার বসু ভ: টুনু রানি বেরা দিলার রাধাক্ষন ও সত্যজিৎ রায় - কর্ণা বিশ্বাস সত্যজিৎ রায়ের 'ঘরে-বাইরে' কিছু কথা - সত্যরভ দিন্দা ভালা - অনিমেষ গোলদার	মনের অন্তরালে - মল্লিকা মন্ডল - রংবাহার - মল্লিকা মন্ডল - বংবাহার - মল্লিকা মন্ডল - দিনের শেষে - মল্লিকা মন্ডল - মল্লিকা মন্তল আৰু বুলিকা মন্তল আৰু কৰে না। - প্ৰিয়া সিংহ - মল্লিকা মন্তল আৰু কৰে না। - প্ৰিয়া সিংহ - মল্লিকা মন্তল মল্লিকা মন্তল কৰে না। - প্ৰিয়া সিংহ - মল্লিকা মন্তল কৰে না। - প্ৰিয়া সিংহ - মল্লিকা মন্তল কৰে না। - প্ৰিয়া সিংহ - মল্লিকা মন্তল কৰে না। - প্ৰায় সিংহ - মল্লিকা মন্তল ম

— কলেজেকিশে —

মন্ত্রিকা মন্তল, এম.এ. বাংলা বিভাগ

সিনের শেষে নিশীখ রাতে, যখন আমি একলা থাকি
তখন আমি তোমায় যিরে হাজার রকম স্বপ্র দেখি।

সঙ্গী আমার তখন কেবল, গ্লিম্ম বাতাস আর জোনাকি
তোমার সাথে পথ চলাটাও এখনও তো অনেক বাকি।

যদি হতাম প্রজাপতি, কিংবা হতাম রঙিন পাখি
দোলমঞ্চের আবির হয়ে রাঙিয়ে দিয়ে যেতাম আমি।

আকাশ পানে চোখ মেলে যেই, মেখগুলোকে ভাসতে দেখি
ইচ্ছে করে সকল বাধন ছিন্ন করে পাখির মতন উড়তে থাকি।

— রংবাহার —

মন্ত্রিকা মন্তল, এম. এ. বাংলা বিভাগ

প্রজাপতির রঙিন পাখায়,
রস্তের যত ছড়াছড়ি।
ফুলগুলো সব অবাক হয়ে,
ভাবে তালের আশন বুলি।

শরতের ঐ মেধ্যের মেলায়,
আগমনীর শন্ত ভাবি।

রংডুলিটাও চাইছে তখন,
নানান রপ্তের ছবি আঁকি।

দিনের শেষে আকাশ জুড়ে,
জুলার যাতি।
ছাতিম ফুলের পান্ধে বিভার,
তখন আমার সারা বাড়ি।

৪০০ব ভাবিত আমার সারা বাড়ি।

৪০০ব ভাবিত আমার সারা বাড়ি।

—— কলেজেকিশে ——

নিনের শেষে ——

মল্লিকা মন্তল, এম. এ. বাংলা বিভাগ

তপ্ত দুপুর ক্লান্ত যমে।
রাখালরা সব খরে ফেরে,
ক্লান্ত হয়ে দিনের শেষে।
শূগা নীড়ে বেলা শেষে,
পাথি যেমন বাসায় ফেরে।
অপরাফে ক্লান্ত পথিক,
বল্লাম্ব সক্লভাল্।
বন্ধ যরের সক্লভাল্।
বন্ধ যরের সক্লভাল্।
বিদ্ধ বাতাস বইছে যখন,
আপন মনে খুশ খেলালে।
সিধ বাতাস বইছে যখন,
আপন মনে খুশ খেলালে।
স্টাপা গাছে দোলা লাগে,
পুলক জাগে আমার মনে।

কলেজোমোপ ---

মোদের বাংলা ----সুমন সরকার, এম. এ. বাংলা বিভাগ বাংলা মোগো বাংলা আমার, <mark>বাংলাই মো</mark>র পরিবার। হাজার দেশো ইহার সহায়, <mark>নাহি তুল্য পারাবার।</mark> ওগো এই দেশেতেই <mark>ফলল মোদে</mark>র কাশী <mark>কৃত্তিবাস।</mark> এই দেশেতেই রাখলো মহাপ্রভু ; জীবন প্রেমের আশ। নদনদীতে ধনপতি বাংলার এই বুক। নেই কোনো হেথা ক্ষুধার অসুখ। ধন-ধান্যে-পুষ্পে ভরা বাংলারেই মায়াবী প্রকৃতি, <mark>ধর্ম-বর্ণ-জাতি নির্বিশেষে</mark> মিলে রয়েছে যার কীর্তি। মোর বাংলা বোঝে না গো দাসত্বের বেঁড়াজাল, <mark>বুক চিরে দেবে তবুও রাখবে মোর স্বাধীনতার মা</mark>ন। ব্রিটিশ শা<mark>সন রুখতে চেয়ে</mark>ও ছলে ব্যর্থ মোদের সিরাজ। <mark>ইংরেজ দেয় দেশ শিকলে বেঁধে।</mark> শুরু হল লুটতরাজ। তাতে কী!

continue.....

10 | P A G E

কলেজোকোপ ---

ছোটু ক্ষুদি হাসতে হাসতে -<mark>ইংরেজের ফাঁসির দড়িতে</mark> লাগালো যে বিপ্লবের আগুন। সেই আগুনই দাবানল করে জ্বালিয়ে চলল মাস্টারদা, বিনয়-দিনেশ-বাদল। কিন্তু চাই স্বাধীনতার আরও বলিদান নেতাজী সুভাষ দিল বিপ্লবী রক্তের আহ্বান, নারীশক্তি<mark>ও হইল শ</mark>হীদ প্রীতি<mark>লতার হাত ধরে</mark>। সিঁধু-কানু-মঙ্গল যবে ভুলিয়ে দিল মৃত্যুভয়। জ্বলল রক্ত জাগল অস্ত্র যুদ্ধযঞ্জ করে। ছিনি<mark>য়ে নেব মুক্তি মো</mark>দের <mark>আর যে যাই ক</mark>য়। অৰ্ধ বাংলা হইল স্বাধীন দে<mark>শবিভাগে জ্বলে</mark>। অর্ধ রইল অবিচারে, ছিনিয়ে নিতে ভাষাও চলে। আর নয় পারছি না মা, <u>জীবন করব উজাড।</u> তোমার এই বন্দি শিকল -রাখব নাকো আর। স্বাধীনতার নামে ঠাট্টা চলে, তরুন রফিক--বরকত রক্তে ভাসে। মা কাঁদে তার ছেলের তরে, সব বাঙালি ঝাঁপিয়ে পড়ে। ঝরল রক্ত-পড়ল বোমা-বাঁধলো রাজনীতির জাল, অব**শেষে বিজয় কান্না**য় ভিজ<mark>ল মায়ের প্রাণ</mark>। এই বলে তাই বুঝিয়ে চলি, দেশ নয়কো শুধু মুখের বুলি। মাতৃভাষা-মাতৃভূমি; সোনার বাংলা আমার জন্মভূমি।।

কলেজোস্কোপ ---

রাত কারা সুখ --

সুমন সরকার, এম. এ. বাংলা বিভাগ, দ্বিতীয় সেমিস্টার

ভালোলাগার এই বেঁড়াজালেতো অনেক হাতড়ালাম, ভালোবাসার সাধও অবাঞ্চিত রইল না। তবু<mark>ও দীর্ঘ বৎসরের ঘুম কেঁড়ে নেওয়ার ক্ষমতা</mark>টা তোমারই একাগ্নিতে সমর্পিত রয়ে গেল।

হে প্রিয় !

শুনেছি ভালোবাসর মানুষকে নিজের না করতে পারি-<mark>অন্যের সাথে ঘর বাঁধার সু</mark>খ[়] নিয়েও <mark>সন্তুষ্টির অনুভূতি</mark> পায়। কিন্তু কোথায় সে সন্তুষ্টি ?

<mark>কেবল স্বার্থের এ রূপ স</mark>য়ে ভা<mark>লোবাসা অটুট রয়ে</mark> যায়। মনুষ্য অভ্যেরে দাস।

তবে ভালোবাসাও কী অভ্যেস ? কতো অভ্যেসতো এলো গেল,

ছাড়তে মন কাতরায় নি।

কিন্তু তোমার এ অভ্যেসতো রয়ে যাবে অনন্তকাল জয়ী মৃত্যু উপত্যকার বুকে।

হে প্রিয় !

<mark>ভালো</mark>বাসায<mark>় নাকি শরীর মায়ার সহায় হওয়া অনুচিত ও</mark> কাম্<mark>য।</mark> কিন্তু আমার অনুভূতি গুলোতেও যে রয়ে গেছে শরীরি খিদের সে সাধ ! <mark>গল্প আমার চলছে খুঁড়িয়ে জগতের মহাকাব্যে বিরচিত বুকে।</mark> <mark>শু</mark>ধু বিরহ <mark>রহে বারে বারে তোমার স্বপ্ন কারার অ</mark>ছিলায়। হে প্রিয়!

<mark>জীবন সমুদ্রে এক এক জনে</mark>র মা<mark>য়ার ঢেউ এসে চলে</mark> যায়। কিন্তু তোমার সে মায়াবী প্রলয় সাঁধ হাজারো রূপসী কামিনীর প্রেমের তীক্ষতাতেও আনয়ন অসম্ভব। যে আনুভূতি দিয়ে গেছো তুমি, তারে এ জীবন ভরে অভিশাপও নামান্তরে মাল্যবাহী করে রয়েছি আমি এই কী শুধু আমার প্রাপ্তি ? <mark>ভালো নেই আমি কমনা-বাসনার এই ফাঁদে পড়ে</mark> আজ। <mark>তবু বলি ভালো থেকো</mark> নিজেরও <mark>মনের মতো সং</mark>সারে।

12 | P A G E

<mark>আমি না হ</mark>য় রয়ে <mark>যাব তোমার-</mark>আমার অতীত স্মৃতির দিনকটা নিয়ে।।

কলেজোমোপ ---

"শুধু তুমি থেকে যেও প্রিয়"...

∼এ<mark>খনো অনেক কথা</mark> বাকি আ<mark>ছে তোমায় বলা</mark>, এখনো দু-জনে একসাথে পথ চলা বাকি। এখনো অনেক লড়াই বাকি <mark>আর সেই ল</mark>ড়াই এর <mark>শেষে জিতে যাও</mark>য়ার হাসিটা এখনো যে <mark>হাসা বাকি একসাথে।</mark> <mark>আ</mark>র এই লড়াইয়ের সহযোদ্ধা হয়ে, শেষ হাসিটার সঙ্গী হয়ে-"শুধু তুমি থেকে যেও প্রিয়"

এখ<mark>নো অনেক বৃষ্টি দ</mark>েখা বাকি, বৃ<mark>ষ্টিতে ভেজা</mark> বাকি। এখনো অনেক গুলো বসন্ত আছে সেই বসন্ত গুলো তোমার সঙ্গে কাটানো বাকি... <mark>গভী</mark>র রাতে লং ড্রাইভে যাওয়া বাকি, সমুদ্রের পাড়ে বসে তোমার সাথে সূর্যাস্ত দেখা বাকি।

> হয়তো এ<mark>খনো তোমাকে ভালোবাসা হয়নি পুরোপু</mark>রি ভাবে, <mark>এখনো হয়তো তোমাকে</mark> অনুভব <mark>করাটা অনেকটাই</mark> বাকি। <mark>তাই একটু সময় দিও 'প্ৰিয়'-</mark> ছেড়ে নয়, পারলে <mark>"শুধু তু</mark>মি থেকে যেও"

> > কলমে - প্রিয়া সিংহ...🖆

কলেজোম্বোপ --

কাউকে ভালোবাসলে তাকে বলে দেওয়া উচিত!

জীবন খুবই ছো<mark>ট্ট, আজ আছো কাল</mark> নাও থাকতে পারো, তাকে বলে দা<mark>ও-</mark>

<mark>"ভালোবা</mark>সো তুমি <mark>তাকে"</mark>

এই পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর শব্দটা...

পুরো একটা জীবন একবুক আফসোস নিয়ে মরে যাওয়ার চেয়ে,

"আমি তোমাকে ভালবাসি"

<mark>বলে মরে যাওয়া অনেক ভালো।</mark>

তাকে পাও আর না পাও তবুও বলে দাও।

<mark>নয়তো কোনো</mark> এক ক্লান্তি <mark>বিকেলে গোধূলি</mark>র আলো আঁধারে বেলকুনিতে বেতের চেয়ারে চায়ের চুমুকের পর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ভাববে,

যদি সে দিন বলেই দিতে -

<mark>"ভালো</mark>বাসো তুমি তাকে<mark>" তাহলে হ</mark>য়তো আজ সে <mark>তোমারই থাকতো</mark>, তোমার <mark>ই কাছে।</mark> <mark>পৃথিবীতে ভালবাসার মানুষকে পেয়ে</mark> যাওয়ার <mark>মতো আনন্দ দ্বিতীয় আর কিছুই নয়...</mark>

কলমে - প্রিয়া সিংহ...🖆

কলেজোস্কোপ ---

~After a long time when I want to write something...

 প্রেমিকের চোখে যে সবসময় প্রেম-ই থাকতে হবে এমনটা কিন্তু নয়। প্রতিদিন নিয়ম করে "ভালোবাসি"- বলতে বা মেসেজে লিখে পাঠাতে হয় না। প্রেমিকের চোখে মাঝে মাঝে রাগ মানায়, কঠে কড়া শব্দ রাখতে হয়, মাঝে মাঝে শাসন করতে হয়। যে শাসনে প্রেম, ভয় ধরে রাখার ইচ্ছে।

প্রেমিক হলেই যে সব সময় প্রেমিকার অবাধ্যতা মেনে নিতে হবে এমনটা কিন্তু নয়। সেই প্রেমিককে <mark>মাঝে মাঝে</mark> কঠোর অভি<mark>ভাবক ও হতে</mark> হয়।

ভুলটা ধরিয়ে দিতে হয়, <mark>আবেগের বসে</mark> ভুল কোন পথে চলা থেকে থামিয়ে রাখতে হয়। কারণ একজন প্রেমিকের পরিচয় যে শুধু মাত্র - ই প্রেমিক তা নয়। সে -সৎ, বিবেকবান ও দায়িত্বশীল পুরুষ ও।

কিছু প্রেমিকের চোখে প্রেম থাকার চাইতে তার পাঁজরে প্রেমিকার জন্য সম্মানটা থাকাটাও বেশি জরুরি।

প্রেমিক হতে হলে যে সব সময় রসিকতা করতে হবে এমনটা নয়, একটু বেরসিক হয়ে বাস্তবতা বুঝতে হবে, প্রিয় মানুষটার সঙ্গে ভবিষ্যৎ গড়ার কথা ও ভাবতে হবে। প্রেমিকের যে সব সময় রোমান্টিক ই হতে হবে এমন টা কিন্তু নয়, একটু দায়িত্বশীল পুরুষ ও হতে হবে৷

নিজের ক্যারিয়ারের চিন্তার সাথে সাথে যে মানুষটা এতগুলো সময় তাকে ভরসা করেছিল তার দায়িত্বটাও নিতে হয়।

মাঝ পথে ছেড়ে গিয়ে প্রাক্তন হয়ে <mark>যাওয়ার নাম -'প্রে</mark>মিক' নয়। প্রেমিকদের কে খুবই কঠিন হতে হয় তাদের প্রেম বাঁচিয়ে রাখার সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত ও থাকতে হয়।

> কিছু প্রে<mark>মিক প্রেম ধরে রাখার অদ্ভূত- ই শক্তি তারা</mark> রাখে। কারণ -

<mark>"প্ৰেমিক মানেই যে সব সম</mark>য় প্ৰাক্ত<mark>ন এমনটা কিন্তু ন</mark>য়...!"

কলমে - প্রিয়া সিংহ...🗖

কলেজেক্ষাপ ---

~চিনে নতে মন জীবন সাথী কখনো ভুল করে না। হাজার ভিড়েও চিনতে পারে কে যে তার আপনজনা। দু-চোখের স্বপ্ন দেখে আকাশের রামধনু রঙ ছড়াতে, <mark>এই মনের আকাশ জুড়ে বৃষ্টির প্রয়োজ</mark>ন।

> পথে দেখা কোনো বন্ধু সাথী, সে পথে হারায় যদি। স্বপ্<mark>ন সাগর কি ক</mark>রে পায় <mark>আশার ন</mark>দী। এ জীবন বদলে যাবে ঝিনুকে মুক্ত পাবে, আজ <mark>শুধু "ভালো</mark>বাসার" বৃষ্টির প্রয়োজন।

> > কলমে- প্রিয়া সিংহ...🛍

কলেজোমেপ --

অভিমান গুলো জমতে জমতে একদিন হারিয়ে যাব কোথাও অনেক দূরে, কেউ খোঁজ পাবে না।

তখন মনে হবে আমি তো ছিলাম-ই দু'দিনের প্রয়োজন, গুলো মেটানোর <mark>জন্যই হয়তো এসেছিলাম।</mark>

এই মনটা আজ বড্ড এলোমেলো, মনের ভেতর টা আজ গুমরে গুমরে কাঁদে, কোথাও কিছু নেই।

আসব হয়তো আবার কখনো ফিরে, দেখা হবে কোনো এক ধুধু প্রান্তরে। একলা তুমি আর একলা আমি, তোমার প্রতি আমার যা মান, অভিমান অভি<mark>যোগ আছে তা</mark> সবই ওখানেই শেষ।

কিছু তো নিয়ে আসিনি, শুধুই এসেছিলাম দিতে তাও আজ হারিয়ে গেলাম কোন্ <mark>শৃন্যতায়, কোন্</mark> এক <mark>অজানা ঠিকানা</mark>য়।

কলমে- প্রিয়া সিংহ 🛍

বাহু বলে আমার খাতার কতার উন্চিয়ে তার দিয়ে এলিয়ে দিলুম । উনি আমার খাতা টা নিয়ে পাতার পর পাতা উন্টিয়ে চলচেয়া বিশ্লেম করেও এক করে দিলোন । কোষাও আমুক দিয়ে বলেন " এই মাল বোলা " আবার কোষাও দেশিয়ে বলেন " এয়ার কিন্তু হার দি " আবার কোষাও দেশিয়ে বলেন " এটা এরকম করেছেন কেনো?" আমি মনে মনে তারলাম " মরেছি যে । এবা ট্রেনে সহয়ায়ী পোত দিয়ে ও কোন প্রকেষ পাছায় পাতুল্য । সমে আবার ছবি নের একেছি একন তার কৈন্দিয়াও দিও হার দিও যার একেন প্রকেষ পাছায় পাতুল্য । সমে আবার ছবি নের একেছি একন তার কিন্দিয়াও দিও হার দিও মনে মনি রিজি করে পুষর পুষর বিশ্লাম করা করি নের বিশ্লাম উর্জ্যার প্রকল্প প্রকল্পন। নাম টায় বিল্লাম করা রাজ্যার করা কিন্দু বলাম করা বিল্লাম করা করিছে বিশ্লাম করা করিছে বাহাম করা বিল্লাম করা করিছে বিশ্লাম করা কিন্দু বলাম নামার করা কিন্দু বলাম নামার করা করে করেলেন । নামার আনন করাকে বাহাম করা বিল্লাম ক

কলেজেক্ষাপ ---

ইংলিশ

আচ্ছা আমি তো সবসময় ইংলিশে কথা বলি বাংলায় তো কথা বলি না! তাহলে আমার মাতৃভাষা কি?

মাতৃভাষা মানেতো যে ভাষায় <mark>আমার মা ক</mark>থা বলতে <mark>আরামদায়ক</mark> বোধ করে <mark>বা যে ভাষা মা</mark> আ<mark>মাকে ছোটবেলা</mark> থেকে শিখিয়েছে

তো আমার মা তো আমাকে ছোটবেলা থেকে ইংলিশ ভাষায় কথা বলা শিখিয়েছে, মা তো বলেছে ওই ভাষা ছাড়া আর<mark>ু কোন ভাষায় ক</mark>থা বলতে <mark>না</mark>

আমি মাঝেমধ্যে বাংলায় কথা বলি, লিখতে পারিনা মাঝেমধ্যে দিদার সাথে বাংলায় কথা বলি, মাও বলে

কিন্তু <mark>আমার সাথে</mark> ইংরেজিতে কথা বলে, আমি অভ্যস্ত হয়ে গেছি

কা<mark>ল মাতৃভাষা দিবস</mark> আমি যদ<mark>ি মাতৃভাষা দিবসে ইংরেজি কে সম্মান ক</mark>রি তো স<mark>মাজ কি আমাকে</mark> খুব <mark>খারাপ নজরে</mark> দেখবে কা<mark>রণ সেই সমাজও</mark> তো তার ছেলেমেয়েদেরকে এটা<mark>ই শেখায়</mark>

কলমে - পূজা চন্দ 🛍

#এ শহর কেমন শহর.....

রে শহর কেমন শহর.....

রু শহর কেমন শহর কেমন শহর কিমান শহর ক

কলেজোস্কোপ --

#কলেজ জীবন#

স্কুল জীবনের বারো'টা বছর কীভাবে কেটে গেল। পুরনো বন্ধু-বান্ধবী, সেই আড্ডা-মজা, বন্ধু-বান্ধবীদের সাথে কাটানো <mark>আনন্দের দিনগুলো ফেলে রেখে কলেজ জীবনে পা দিলাম। কলেজ</mark> জীবন বলতে গেলে বলতে হবে <mark>অনলাইন ক্লাস</mark> এর কথা। কলেজের বন্ধু-বান্ধবী <mark>বলতে কাউকেই</mark> চিনতাম নাপ্রিতিটা মুখই ছিল <mark>অচেনা। যদিও</mark> আমাদের ক্লাসগুলো অনলাইন এ <mark>হত। ক্লাস</mark> এর শেষে আমাদের নিজস্ব গ্রুপ ছিল ওখানেই একে - অপরের সঙ্গে চেনা - জানা, আড্ডা - মজা -আনন্দ হত, কিন্তু কলেজ ক্যাম্পাসে বসে বন্ধু-বান্ধবীদের সাথে আড্ডা দেওয়া, ক্যান্টিন এ বসে খাওয়া - দাওয়া, লাইব্রেরিতে বসে বই পড়া এবং একে - অপরের সঙ্গে প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করা এসব কিছু<mark>ই হত না</mark>, সবই হত <mark>অনলাইনে। এম</mark>নকি আমাদের পরীক্ষার ব্যবস্থাও থাকত <mark>অনলাইনে।</mark> এভাবেই কেটে গেল কলেজ জীবনের প্রথম বর্ষ ও দ্বিতীয় বর্ষের দুটো বছর।

এরপর তৃতীয় বর্ষে ভর্তি হওয়ার কিছুদিন পর থেকে আমাদের অনলাইন এর ক্লাসগু<mark>লো বন্ধ হ</mark>য়ে অফলাইন <mark>অৰ্থাৎ নিৰ্দিষ্ট</mark> ৰুম এ বসে ক্লাস নেওয়া শুৰু হল৷ <mark>তারপর থেকে</mark> বন্ধু - বান্ধবীদের সঙ্গে আলাপ - পরিচয়, কথোপকথন আরও ভালোভাবে শুরু হল। কলেজ ক্যাম্পাসে বন্ধু - বান্ধবীদের সাথে বসে আড্ডা দেওয়া, ক্যান্টিন এ বসে খাওয়া - দাওয়া এবং ক্লাস শে<mark>ষে লাইব্রেরি গি</mark>য়ে নানা <mark>প্রশ্ন নিয়ে আলো</mark>চনা হত। <mark>তারপর মাঝে</mark>মধ্যেই ব্ন্ধু-বান্ধবীরা মিলে পড়া<mark>শোনার বিষয়ে</mark> এক এক <u>জায়গায় ঘুরতে</u> যাওয়া। <mark>এছাড়া পরীক্ষা</mark>র আগে সব বন্ধু-বান্ধবীরা মিলে প্রশ্নের উত্তর মেলানো এবং কলেজে বসেই প্রশ্নের উত্তর মুখস্থ করার মধ্যেও আমাদের প্রতিযোগিতা চলত। এভাবেই কেটে গেল তৃতীয় বর্ষের দিনগুলোও।

কলেজ জীবনের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় বর্ষের এই তিনটে বছর না জানি কীভাবে পার হয়ে গেল...শুধু রয়ে গেল কিছু স্মৃতি...।

কলমে - শ্রাবন্তী সরকার 🚈

23 | P A G E

নিৰ্দ্দেশ কৰে। বুলিক বিনহ্ন বুলিক বিশিষ্ট বিশিষ্ট হিসাবে বিবেচনা করা হয়, আই এজেলিকে আনেকর কাকের বুলিকার বিশিষ্ট বিশিষ্ট হস্যাবের ব্যবহার একটি আবেদন ।

 বিতে মানুবাধিকার ক্ষানেক বুলিক ক্ষান্তর ধর্মান বুলিক ক্ষান্তর করে আনেক করার সময় আনুবের কেবল অনের মানবতার জংগ প্রাপ্ত, এবং তবুও আনের প্রকৃতির কোন দিকগুলি মানবাধিকারের তিতি হওয়া উচিত সে সম্পর্কের প্রথাতা বারেছে। প্রকৃতপক্ষে, মানবাধিকারের ধারাটি ন্যায়সঙ্গত হবে, এবং তবুও অনের অভিত্তকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাবান করা যায়।

সহায়ক নাম্মতার (Instrumental justifications)

উপরিউক্ত দৃষ্টিভক্তি অনুসারে, একটি বিশেষ প্রেণীর মানবাধিকারের" অভিত্রের ন্যাযাতা হ'ল, তারা মানবতার কিছু সতন্ত বৈশিষ্টা ক্ষান্তর বার্ত্তার তিলা সিল্ল বিশ্বর বার্ত্তার করার সরকারী বা অপরিবয়র্থ উপায়। কিছু এই বেশিষ্টাগুলি কিং দার্শনিক বিবরের মুলনের হিলিক করার দরকারী বা অপরিবয়র্থ উপায়। কিছু এই বেশিষ্টাগুলি কিং দার্শনিক করার করবার বা অপরিবয়র্থ উপায়। বিশ্বর রাজনার প্রতি আবেদন, একটি তাল জীবনের বার্ত্তার বার্ত্তার বার্ত্তার আবেদন, একটি তাল জীবনের বার্ত্তার বার্ত্তার বার্ত্তার আবেদন, একট আলেক করার করবার প্রতি আবেদন।

যেহেতু এজেলিকে অনেকের কাছে মানুবের বিশিষ্ট বেশিষ্টা হিসাবে বিবেচনা করা হয়, ভাই এজেলি হালা বিবর কান বিশ্বর করার ক্ষাত্র বার্ত্তার বার্তার বার্ত্তার বার্ত্রার বার্ত্তার বার্তার বার্ত্তার বার্ত্তার বার্ত্তার বার্ত্তার বার্ত্তার বার্ত্তার ব

অভিনয়ন মূল্যের উপর ভিত্তি করে, তাহলে আমরা এই উপসংহারে পৌছাতে পারি যে কোন গোষ্ঠারই মানবাবিদ্বার যাহে কলা যাবে না।

 আতারে, এই উপসংহার সমস্যামুক্ত মনে হয়। প্রধান উরেপের বিষয় হল যে নৈতিকতা এবং আইন উভারই শিশু এবং গুলুহরর সম্যামুক্ত মনে হয়। প্রধান উরেপের বিষয় হল যে নৈতিকতা এবং আইন উভারই শিশু এবং গুলুহরর মানবাদিকভারে আদম উভয়ের জন্ম মানবাধিকারকে দারী করে। এজেলিগুলি আনেক ক্ষেত্রে বার্থা হয়, সমন্ত্র মানুদের অধিকারের অভিরের ন্যাযাতা প্রমান করার পরিবর্তে, তারা ভিন্ন ক্ষেত্রের নায়য়তা দেয়: অধিকার যা সকল বাভিত্র আছে ("বাভিত্য শানু প্রতি নায়য়তা দেয়: অধিকার যা সকল বাভিত্র আছে ("বাভিত্য শানু প্রতি নায়য়তা দেয়: অধিকার বা মকল বাভিত্র আছে ("বাভিত্য শানু প্রতি নায়য়তা দেয়: অধিকার বিষয়ের নিয় একটি উভান্ন হল একটি বিত্তুত পৃত্তিভঙ্গি গ্রহণ করা যা অনুমারী মানবাধিকার কর্বিব পার্যার বিজ্যার বিষয়ে একটি ভাল জীবনযাগানের জন্ম প্রয়োজনীয়ে, যেখানে এজেলি বেবল এই পনাথারির সংগ্র ভিত্তি করে যা একটি ভাল জীবনযাগানের জন্ম প্রয়োজনীয়ে, যেখানে এজেলি বেবল এই পনাথারির মধ্যে একটি বিষয় একটি ভাল জীবনযাগানের জন্ম প্রয়োজনীয়া যোব।

অতি সম্প্রতি, একটি তর্বের যা একটি ভাল জীবনযাগানের ক্যান্যার ভালান হল মহান মন্ত্রনা প্রতি দেন

যে কিছু কিছু মানুহের কিছু বিষয় আছে যেওলো বর্ত্তনিক লোখা এই পালিত দানর প্রকাশ করার বিরাপ করে তালে, তার বার্যা ভালান বারা আলে, যাবাহে যা আনার্যার ভালা, মানুর বার্যার বারা ভিনি বোধান যে তালের

ক্রান্য বার্যার আচনবের বিরু বিষয় আছে যেওলো বর্ত্তীপ্রভাবে ভালা, যার বারা ভিনি বোধান বার তার করের

জীবন ধারণ করা, নিজের জীবন পারিচালনা করা, এবং গুকুতবা বিষ্কার একটি সুলর জীবন অনুসরণের

মৌলিক পর্তপ্রতিক করে কাম করে। এই মভামত অনুসারে, মানবাধিকারের একটি সুলর জীবন অনুসারণের

বিরুত্ত পরিসরে মানবাধিকারের নাায়তাকে ভিত্তিক বার মানবাধিকার করে নাায়তা, তালের প্রতিক বার হিবল

করা তালিক পর্তাপ্রতিক করে নামা যেওলে করির করে।

অত পারের বার বার মানবাধিকারের নাায়তাকে ভিত্তিক বার করের জন্ম করার জন্ম করের করের তার বির করে।

অত সংগ্রেক বিষ্টার বার্যার বির মান্য মান্য নান্য বার বির করে, তার করের জন্ম করার করের করের বার নান্য নান্য বার করের বার করের যা আমারা দলল করির।

অত প্রেক বিষ্টার বার্যার বার্যার বার্যার সান্য নান্যার জন্ম করের জন্ম

এর পরিবর্ধে "সহনীয় মানুব আচরবের নিম সীমা"। একটি ভাল ভাঁবনের জনা আমানের যা কিছুর প্রয়োজন হবে পরে (যেমন, ফুল্রবান ব্যক্তিগত সম্পর্কের উপস্থিতি) তা মানুবাধিকারের বিষয়ে পরিবৃত্ত হবে পরে, এই ধারণাটি রাপকভভাবে বিভাজিত অনুমানকে চাগেল করে। Tasioulas যুক্তি দেন যে, মানুবাধিকারের জ্বা আরও একটি ভিটি হিসাবে মর্যাদার প্রয়োজন, যা আরতিক সীমা হৈরি করে।

দার্শনিকদের মতে, মানুবাধিকারের ন্যাযাতা দেওয়া যেতে পারে একটি নির্দিষ্ট শ্রেমীর মানুবের চাহিনার প্রতি আরেনন করার মানুবে। প্রথমে, হবিদ্যাধার প্রয়োজন, যা আরতিক সীমা হৈরি করে।

দার্শনিকদের মতে শোনাতে পারে, যেহেতু সাধারণত আমানের চাহিনার দারাজভার জ্বা একটি নান-স্টার্টারের মানোবিকার হব সেই অধিকার যা সমন্ত্র মানুবের আছে, রাধীবাভাবে মানুবের নিজেদেরের প্রথমেন আনুবের নিজেনেকের প্রথমেন একটি নান-স্টার্টারের মানুবিকার হব সেই অধিকার যা সমন্ত্র মানুবের আছে, রাধীবাভাবে মানুবের নিজেনেকের প্রথমেন একটি মানুবিদিরার করে বলেস মনে হয় না। এর মধ্যে এমন ভিনিকভিলি অনুর্ভুত্ত রয়েছে যা অবিকারে উপর নির্ভিত্ত বিশ্বেমন আন, জল, এবং বারু। টিকিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজন, তব এনা ভিনিকভিলিও রয়েছে যা মানুবের এতি সুক্ত মনুবিকার নামন করিকার নামনাবিদিরার এমন অধিকার যা এই চাহিনা পূর্বণের সুযোগ রক্ষা করে প্রতি কুছ মনুভাজিক এমিন ধারণের জন্য প্রয়োজন, তব এমন ভিনিকভিলিও রয়েছে যা মানুবিদির ক্রা করে।

মানুবিক রাহিনের বিশ্বয়িট সম্বর্ধত আক্রমনীয় বলে মনে অধিকার যা এই চাহিনা পূরণের সুযোগ রক্ষা করে একটি ন্যুন্তম মানুবিদির রক্ষা করে।

মানুবিক রাহিনের বিশ্বয়িট সম্বর্ধত আক্রমনীয় কলে মনে হাতে পারে করে। মানুবাধিকারের একমার নামান্ত্রা হিলার জন্ম করে এটি উল্পাননের নামনার্বিকারের বিষয়ে পরিবিক করে বাল্লেক লিক করে কলে করে।

মানুবিক করে বাল্লেক বিশ্বয়িট সম্বর্ধত আক্রমনীয় করে মানুবির জালা করে।

মানুবিক করে বাল্লেক বিশ্বয়িট সম্বর্ধত আক্রমনীয় করে মানুবির করে বাল্লেক লিক বাল্লেক করের আলিক ভিলিট জাদানকের মানুবির বিরার বিরার বিরার বিরার ভালিক করে বাল্লেক লিক লিক করে বাল্লেক করে মানুবির বিরার বির

ত্রমার্থন বিশ্ব অমর্ভ সেন এবং মার্থা নুসবাউম দ্বারা বিকশিত কাপাবিশিটি আপ্রোহাটি সম্প্রতি নুসবাউম দ্বারা মানবাধিকারের সাথে বাবেয়র করা হয়েছে এবং এটি চাহিন্দা, সুস্থতা এবং এছেদি আনেটকট এলির আনেক বৈশিষ্ট্য এবং সমস্যা জাপ করে নেয়। নুসবাউমের কেমতা কুল একেন বাতিক নিটিক মার্সমপাদন করার কনা বেছে নেওয়া নুসবাউমের করার প্রতুক্ত সুযোগা, এবং কার্মকরিতা হল বিভিন্ন রাই এবং কার্মকরাপ, যা একজন বাতি এবণ করতে পারে নুসবাউম যুক্তি দেন যে নির্মালিখিত দশটি কেন্দ্রীয় মানব ক্ষমতা বিশেষভাবে ওকত্বপূর্ণ, কারণ তারা "মানুষের মর্যাদার যোগ্য জীবনের ধারণা দ্বারা প্রবর্গত"; জীবন; শারীরিক স্বান্থ্য, এবং একজনের পরিবাশের উন্তিয়, করুনা এবং চিন্তা, আবেগ বাবহারিক কারণ; অধিকুলি, অন্যন্য প্রজিতি; কো এবং একজনের পরিবাশের উন্তিয়, করুনা এবং চিন্তা, তারেগে বাবহারিক কারণ; অধিকুলি, এবং এই ক্ষমতাগুলি মানবাধিকারের ভিন্তি টেরে করে।

এ পর্যন্ত উল্লিখিত পারেন্টকলি ছাছাও, বেশিরভাগ পদ্ধতিগুলি অতিরিক চালেন্তের মুন্দিতম শালীন জীবন বাবণ করতে বুর্থা হয়েছে। মর্যাদা এই উপসংবারটি সমস্যায়ত্বক বালে মনে যক্ষে
কারণ আনের মানুম, সম্বন্ধ সানবাধিকারের ঘাটিত ভোগ করেছে (মেমন, আরুনিক অংশপ্রথমণ বর্ধের রামিনিত তালিক অংশপ্রথমণ বর্ধের রামিনিত তালিক করেছে যুক্তির আহে মানুম্বর্গিত সংসায়াত্বক বালে মনের্বার্গিক বাবণ করতে বুর্থা হয়েছে। মর্যাদা এই উপসংবারে সৌর্বার্গিক আবর্ধকরার হতে পারে এবং তার চাইদা পুরন্ধের সাথে একটি জন্তা রামিনার বিকার অধিকরি হতে পারে এবং তার চাইদা পুরন্ধের সাথে একটি জন্তা করিক। নাম্বন্ধ করে আপিতা, মহন্দ্র বাধিকরি হতে পারে এবং তার চাইদা পুরন্ধের সাথে একটি জন্তা লাভিত। তার এবং তারংকার নাম্বার্গিক নাম্বার্গিকারের এবিটি পুরুর কের হিল্পের সাথে এবিট জনির নাম্বান্ধির এবিটি তার করিছে করে হিল্পের বাহুল্যার বিকার আবর্ধিকর বার্বার্গিক করে নির্মান্বর বার্বার্গিক বার বার্বার্গিকর অর্কার বার্বার্গিকর অর্বার্গিকর বার্বার্গিকর বার্বার্গিকর করের সংলাকর করের হার্বার্গিকর করের সংলাকর বার্বার্গিকর বার্বার্গিকর বার্বার্গিকর করের সংলাকর বার্বার্গিকর বার্বা

- হম বুপৰি । বাছিল মানুষ গুলা অহলও অমানুষ থাইলো গোলো । বাচি বাচি মাইয়া গুলার থইলা আইলা জীবন টারে এরেরে শান্ন কইলা দান ; দাঁত বিভূমিনীয়ের কলনো বৃদ্ধি ।

- কি বলছো ঠান্মী ?

- কিনু সা মুই ধন এইলা !

এই বলল বুড়ি এনেরে নার এক ইন্মানুষ্টি লিছের বলছে বছন কইলা রাখবি । আর আমি যা কই দেই মান্ত কর ।

এই বলল বুড়ি এনেরে নার এক ইন্মানুষ্টিশন নিছে থাকলো চান্নকে আর চান্নক মানুষ্টিশনে মত সব করতে থাকলো বুড়িন মানুষ্টিশনের উদ্ধান বুড়িন আর করার হেছা বুড়িন আর বিল্লানার উদ্ধান বুড়িন আর বাছে বুড়িন মানুষ্টিশনের উদ্ধান বুড়িন তার করাই চাপিনে ভেলা দিল। তারকরে আর চান্নক এতে তরপালা ওকনো নার আর আর বাল বুড়িন মানুষ্টিশনের উদ্ধান বুড়িন তার করাই চাপিনে ভেলা দিল। বুড়িন তাল লাল আরম্ভার পানের বিলাল নিছের বুড়া নার বুড়া বু

তাৰ বিশ্ব বিশ্ব

করআম। কুল-কলেজ বিশ্বনিদ্যালয়ের গতি জিববার পর মনিতা দিনির নিচিন্ন আনুষ্ঠানে আমি অংশগ্রহণ করেছি।
নামতা দিনির কাছ থেকে পেয়েছি তার লেখা কবিতার বই উপহার। বিভিন্ন আনুষ্ঠানে আমি অংশগ্রহণ করেছি।
নামতা দিনির কাছ থেকে পেয়েছি তার লেখা কবিতার বই উপহার। বিভিন্ন আনুষ্ঠান আনুষ্ঠ সুখোগ পেয়েছি
তথন সেনাকে নিমিতা নিনির কবিতা ও আবৃত্তি করেছি। "মিতা দিনির কবিতা আমার বাবাবেরের ভালো শালে।
" এক কঠিল পাখাব পোনতে আসছে
মনে বয় যেন
কতবিত্তত সঙ্গে কথনো যেন মনে হয় এত আমার কথা" এত কঠিল পাখাব পোনতে আসছে
মনে বয় যেন
কতবিত্তত সায়ে বত খারার বত খারার তর খারার
মাটি ওছে
মাটির উর্বরতা বেড়েছে বি!
(মিনি উৎসের দিকে মুখ্য কেরাই)
সম্প্রতি কবি নিমতা চৌধুরী। এবং মাতা ইন্দ্রতির কন্যা হলেন নমিতা ক্রেছে। গ্রন্থানির নাম 'নমিতা'। এই গ্রন্থানির সম্পাদক
হলেন ওজরত চক্রনতী। এই গ্রন্থ কবি নিমতা চৌধুরী সালাকে নামন বাহি তালের বাহিল গুরু বার হেছে।
পিতা প্রমথনাথ চৌধুরী। এবং মাতা ইন্দ্রতির কন্যা হলেন নমিতা চৌধুরী। বালেদেশে ঘরবাছি হেছে দেশভাগের
বিপর্যর কলকাতার মাটিতে এসে তালের নিহোল নিয়েত হয়েছে। আর্থিক অবছা নিমনির পরিবার যেনে উটে সাভাবার
কিন্তা কলকাতার মাটিতে এসে তালের নিহোল নিয়েত হয়েছে। আর্থিক অবছা নিমনির পরিবার যেনে উটে সাভাবার
বিশ্বর কলকাতার মাটিতে এসে তালের নিহোল নিয়েত হয়েছে। আর্থাক অবছা নিমিত ভালের জন মহিতা জিনি বিশ্বর করিতা
বাংলির বাহি দিকা সম্পূর্ভিত আনেলটা করেন করি নিয়েতা চৌধুরী সম্পর্কে নিমিতা নামত বাহি পিয়ে সম্প্রতির আর্থানির করি বিদ্যাল করি করি নিমিতা নাম তালের করিতা
বাহিল করিতা আর্বার করিতা একাকার হয়ে পেছে। তালেটিল বাহিল বাহিল পারার করি নামিতা মানু বিহিল করিতা
মধ্যে তালের করিতা একাকার হয়ে পেছে। কতে সহত জনকলা নির্মণে পারদর্শী কনি নমিতা মানু নির্মণ করি আর্বার ক্রিতা
আহে। তালের সম্প্রতির ভিছি স্বন্ধার পেরেছেল, নামনিয়ুণ পরিকার বিয়ের মানুলিক করি নামিতা নাম্বনিক করি নমিতা
চৌধুরীক বাদ দিরে হতে পারে না। আর্থুনিক করিবার দিক বণমে করি নমিতা চৌধুরীর নাম উল্লেখনার বি করতাম। ফুল-কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পতি ডিঙ্গবার পর নমিতা দিনির বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমি অংশগ্রহণ করেছি।
নামতা দিনির বাছ বেনে পোছেছি তার পোষা বিশ্ববার বই উপপ্রব। বিভিন্ন জারগার মখনই আবৃতি মুখোগ পোছেছি
তখন সেখানে নমিতা দিনির কবিতা ও আবৃত্তি করেছি। নমিতা দিনির কবিতা আমার বরাবরের ভাবলা লাগে।
মনের অনুষ্ঠৃতির সঙ্গে কবনো নেন মনে হয় এত আমার কবা।

" এত কচিন পাখর পেরিয়ে এসেছি...
সন্তর্গনে আমাতে আমাতে
মনে হয় যেন

অত্তবিষ্ণত পায় রক্ত বরছে তথু
রক্ত গতিয়ে যায়
মাটি ছেলে

মাটির উবির নমিতা চৌধুরীর সম্পর্কে একটি এই প্রকাশিত হয়েছে। এইটির নাম দামিতা। এই প্রকৃতির সম্পাদক
হলেন কব্রত্ত চক্রকতী। এই প্রস্কু করিব নমিতা চৌধুরী সম্পর্কে নানান বাজি ভাচনের বিহিন্নত একাশি করেছেন।
পিতা প্রথমনার চৌধুরীর বাম আত ইন্দুর্যাভিক কন্যা হলেন নমিতা চৌধুরী। বাংলাদেবে পরিবার থেকে উঠে গাঁভাবার
চরম লক্তব্যত করাবার মাটিত এমেত উল্লেম নিকেন চৌধুরী কিল সংক্রাই ছেলে লেকাভাগের
বিপের কল্যবাতার মাটিত এমেত উল্লেম নিকেন চৌধুরী কালিত চৌধুরী। বাংলাদেবে পরিবার থেকে উঠে গাঁভাবার
চরম লক্তব্যত করাবার মাটির এমে আত উল্লম নিকেন চিত্রত হেলেছে। আমার পুর কাছ থেকে দেখা পাতৃর নমিতা নিনি ও তার
বাগের বাছি শিক্তা সংস্কৃতিতে অনেকটা এটারে। তবি নমিতা চৌধুরী সম্পর্কে নিমিতা নামন প্রস্কৃতি প্রের আরাহানিত
। তব্র থেকে ছেতি আনেকটা এটিয়ে। নাকনি নামিতা চৌধুরী নামতা করিব নিকিতা আমার বিক নামতা প্রত্না করিব নিমিতা। মনে প্রস্কৃতি প্রয়ে বাহিলেছেন। একটা দুটী করে ভাবেত করী বাহিত ভাবের জান বিভিত্র বাহিল আমার করিব নিমিতা ভাবেত আনক করেছেন।

তবি নামিত আরে কবিতা। গ্রন্থীত সম্পর্কে বাহিলেছেন। একটা দুটী করে ভাবিত ভাবের ভাবেত আনক করে আহিল আহ্বান করিব। একটা মুলী করিব নিমিতা। মনে হয় না
কবিতা লিকতে ওলাকে সময় নিবলিটিক করেবা বেছে আনা নামবা অনুক্তর বাহে করেবাকেরা করে বাহিল করেবাকেরাকর করেবাকেরাকর করেবাকেরাকর করেবাকর করেব



Females with Disability: A Step Towards Recognition and Inclusion Dr. Farhana Khatoon

(Assistant Professor, Department of Geography Vivekmandad College Maddyamgram)

Disability is a multifaceted and complex issue. There are different definitions of disability, such as the medical model and the social model of disability. The medical model defines disability as an individual's physical condition, whether or not a person can perform a normal function, whereas the social model is based on societal perception and the barriers that transform impairment into disability. According to the United Nation Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD), "Persons with disabilities include those who have long-term physical, mental, intellectual, or sensory impairments that, in interaction with various barriers, may binder their full and effective participation in society on an equal basis with others," People with disabilities are the most disabvantaged and marginalized parts of society; they are denied many fundamental, political, social, and cultural rights due to physical or mental impairment. They suffer from prejudice, exclusion, discrimination, rejection, and pity. In a society where disability is viewed as a punishment for the individual's past actions, the disabled are viewed as a diseased body and a lifefong burden on the family and society. Such a negative attitude toward disability contributes to the marginalization and discmpowerment of the disabled person. Since independence, India has made significant progress in the economic, social, and political spheres of society, but the majority of these changes have not permeated to all sections and strata of the population. Many backward castes, class, gender has been recognized as the victim of historical injustice and their claim has been recognized, though disabled continues to be marginalized. The degree of discrimination and social exclusion being faced by the disabled depends on age, sex, types, and severity of the disablicy, India is the home of

necessary for the social upliftment and development of marginalized communities. It enhances their skills and provides avenues for them to get assimilated into the mainstream of the coonomy. Education contributes to human capital formation and is thus an important determinant of personal well-being and welfare (WHO, 2011). Different social strate in the society respond differently to the occurrence of disability or acceptance of the disabled in the society. Disability affects the quality of life of the individual and prevalence of disability is very much related to the socio-economic status of the person.

Women with disabilities are the most marginalized section of society. They are doubly discriminated against as being women and disabled, resulting from the cultural and social norms towards gender and disability. Inclusive growth of society demands equal participation from each section of society. As rightly pointed out by Ban Ki Moon, "Development can only be sustainable when it is equitable, inclusive, and accessible for all. People with disabilities need therefore to be included at all stages of development processes, from inception to monitoring and evaluation" (UNDP, 2011). A social barrier converts impairment into disability and creates differences in the participation of individuals with and without disabilities in the different arenas of society. Disability is the outcome of a discriminatory social environment that causes exclusion and marginalisation and creates hindrances to the effective participation of people with disabilities. Inclusive development of society demands sequal participation from each section of society and also demands social and attitudinal change towards disability to ensure equity and justice. The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) recognises the right of all children with disabilities and females in general and disabled females in particular. Since person with disabilities lack the access to education, employment and health families whic

ন্দ্ৰ কৰিছে কৰিছিল কৰিছে কৰি শীন্তিনিকেতন এবং রবীন্দ্র সারিধ্যে ড. সর্বপন্থী রাধাকৃষ্ণন ও সত্যজিৎ রায় বার্গিনিকতন এবং রবীন্দ্র সারিধ্যে ড. সর্বপন্থী রাধাকৃষ্ণন ও সত্যজিৎ রায় বার্গিনিকতন প্রতিষ্ঠ করেন প্রকর্ম আধাকি সকলে বছলে করেন বিশ্বাস

আসিস্টান্ট প্রকেসর-রক্ষভাষা ও সহিত্য বিভাগ

১৯৬৬ ন্নিকালে মর্থন বেবেলেন সত্তর আধাকি সকলে বছলেন বিশ্বাস

আসিসটান্ট প্রকেসর-রক্ষভাষা ও সহিত্য বিভাগ

১৯৬৬ ন্নিকালে বছলি বলন প্রকর্ম আধাকি ক অব্যাহিন বিশ্বত হাপেনেনেকের মানুল্লা ১৯৬১ সালে স্বিত্তির করেন প্রকর্ম করেন করেন বিশ্বাস

বোধে এর পানপানি ছিল শবন ও প্রামের মধ্যে ভারসাম বনার রাখার প্রয়োজনে শিক্ষান ও বৃহত্তম বিশ্বর বিশ্বাস মানুল রেখে এর পানের মধ্যে ভারসাম বনার রাখার প্রয়োজনে শিক্ষান ও কৃত্তম বিশ্বর বিশ্বাস বার্কিন বিশ্বাস বার্কিন বিলা পরি বিশ্বর বিশ্বন স্বিত্তম বার্কিন বিশ্বর বিশ্বর বার্কিন বিশ্বর বিশ্বর বিশ্বর বার্কিন বিশ্বর বার্কন বা

তিত সমস্য প্ৰতিতে সেই চিতাধানা প্ৰবেশ কৰেছে। তাঁৱা তাঁলেৰ বাম ও কৰিতন্ন স্থান দিয়ে তাঁলেৰ বৰ্ণন চিন্তান্ত প্ৰকাশ থটিছেছেন। বৰ্ণনিবাৰত সংগ্ৰিক কৰিছে কৰিছে, লমু, সম্মুহলেৰ ৰাউল, যামাৰৰ, ভক্তিস্থানক সংক্ৰণায় হিশেবৰৰ সাম ও কৰিত্য প্ৰকাশ কৰিছে কৰিছে লমুন কৰিছে প্ৰতিত প্ৰকাশ কৰিছে কৰিছে নামান্ত কৰিছে কৰেছে কৰিছে মানস ছুনিতে সেই চিন্তাগৰা প্ৰবেশ করেছে। তাঁৰা তাঁদেৰ গান ও কবিতার মধ্য দিয়ে তাঁদেৰ দর্শন চিন্তার প্রকল্প করিছেন। ববীন্ধনাথ জীতে তর্মমা করে কবীর, দাগৃ, মধ্যনুশের বাউল, যাখাবর, ভক্তিমুলক সম্প্রদায় বিশেষের গান ও কবিতা রাধাকুক্ষনকে শোনান এবং তার কবিত রাধাকুক্ষনকে প্রোনান এবং তার প্রকল্প করেল করেল বিশ্বনিক চিন্তার অধিকারী তিনি নাতাবেই তাঁর প্রভাৱ প্রকাশিক প্রতে প্রথম নাতাবেই তাঁর প্রভাৱ প্রথম নাতাবেই তাঁর প্রভাৱ প্রথম নাতাবেই তাঁর প্রভাৱ প্রথম নাতাবেই তাঁর প্রথম করেলে বর্মিন করেলে করেলে পরে নাতাবেই তাঁর প্রথম করেলে করেলে করেলে নাতাবেই তাঁর প্রথম করেলে করিছেলেন বর্মিন করিছেলেন করেলে করিছেলেন করেলে করিছেলেন করেলে করিছেলেন করেলে করিছেলেন করেলে করিছেলেন বর্মিন করেলেন করেলে করিছেলেন করেলেন করেলে করিছেলেন করেলেন করেলেন করেলেন করিছেলেন করেলেন করেলেন করেলেন করিছেলেন করেলেন করিছেলেন করেলেন করিছেলেন করেলেন করিছেলেন করেলেন করিলেন করিলেন করিলেন করেলেন করিলেন করেলেন করিলেন করেলেন ক

কিন্তু বহুক্তর বান্নির বইরে না বেরোনের ফলে বিফলা তার স্বামী নির্মিলনের সতর্কবার্তা বৃত্ততে পারে নি সন্দীপ যে তীমণ লোহী ও কুপেন্ন, বিফাল কোটা প্রযান্ত করার প্রকাল বিফলা বানা বিজ্ঞান বরর বার্বির পা রোমে সন্দীপের হত, একজন বাংলবারের করেনে পর্যুক্ত তার মোহে সুক্তর হয়েছে, আবার স্থুক্তর বৃত্ততে পারে নি মন্দ্রীপর হয় বিজ্ঞান বুলির বুলির

 ত্রিকার করির বিশ্বর বিশ